সংবাদ

তারিখ 23 NOV 2012
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২-৫ ...

ইবি ভিসি-প্রোভিসি হটাতে

প্রশাসনিক পদ থেকে ৩০ শিক্ষকের পদত্যাগ

প্রতিনিধি, ইবি

১৯৭৯ সালের ২২ নভেম্বর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। গতকাল ছিল ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় দিবস। কিন্তু বর্তমান প্রশাসন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে কোন কর্মসূচি পালন করেনি। জনসংযোগ বিভাগ এ সম্পর্কিত সুস্পষ্ট কোন তথ্য দিতে পারেনি। গতকাল সকাল সাড়ে ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর র‌্যালি ও সমাবেশ করেছে ইবি শিক্ষক সমিতি। পরে তারা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ভবনে ভিসি, প্রো-ভিসি ও ট্রেজারারের পদত্যাগের আন্দোলনের অংশ হিসেবে অবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচি পালন করে। এদিকে একই দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট, আবাসিক শিক্ষক, সহকারী প্রক্টর ও বিভিন্ন প্রশাসনিক পদ হতে ৩০ শিক্ষক পদত্যাগ করেছেন।

১৯৭৯ সালের এই দিনে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান কুষ্টিয়া জেলার শান্তিডাঙ্গার দুলালপুরে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. এম আলাউদ্দিন, প্রো-ভিসি প্রফেসর ড. কামাল উদ্দিন ও ট্রেজারার প্রফেসর ড. শাহজাহান আলী গতকাল ক্যাম্পাসে আসেননি। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করা হয়নি। গ্রহণ করা হয়নি কোন কর্মসূচি। বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য, প্রকাশনা ও জনসংযোগ বিভাগ এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোন তথ্য দিতে পারেনি। তবে আন্দোলনরত শিক্ষকরা ইবি শিক্ষক সমিতির ব্যানারে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করেছে। গতকাল সকাল সাড়ে ১০টায় শিক্ষক সমিতি বর্ণাঢ্য র‌্যালি বের করে। শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর ড. এয়াকুব আলীর নেতৃত্বে র‌্যালি বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে সমাবেশে মিলিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর ড. এয়াকুব আলী। র‌্যালি ও সমাবেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন।

ইবি প্রশাসনের পক্ষ হতে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত না হওয়ার ব্যাপারে শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর ড. এয়াকুব আলী সমাবেশে বলেন, 'আধুনিক শিক্ষা ও ইসলামী শিক্ষার সমন্বয় সাধনের জন্য ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু বর্তমান প্রশাসন দুর্নীতি করে বিশ্ববিদ্যালয়কে অচল করে দিয়েছে। ফলে তারা প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে কোন কর্মসূচি পালন করতে পারছে না।"

এদিকে শিক্ষক সমিতির তিন দিনের আলটিমেটামের পরেও ভিসি, প্রো-ভিসি পদত্যাগ

পদত্যাগ : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৩

পদত্যাগ : ৩০ শিক্ষকের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

না করায় বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন হল প্রভোস্ট, দুই সহকারী প্রক্টর, বিভিন্ন হলের আবাসিক শিক্ষকসহ প্রশাসনের বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত শিক্ষকরা গণ পদত্যাগ করেছে। লালন শাহ হলের প্রভোস্ট প্রফেসর ড. ওলিউল্লাহ, জিয়াউর রহমান হলের প্রভোস্ট মো. সেলিম, খালেদা জিয়া হলের প্রভোস্ট প্রফেসর ড. মামুনার রহমান, সহকারী প্রক্টর ড. মো. কামরুজ্জামান ও ড. কামরুল হাসান, জিয়া হলের আবাসিক শিক্ষক ফকরুল আলম, ড. নুরুল ইসলাম ও ড. নুর মোহাম্মদ, আই আই ই আর এর পরিচালক ড. মাহবুবুর রহমান, কম্পিউটার সেন্টারের পরিচালক ড. তপন কুমার জোদ্দার, বিএনসিসির প্রধান সমন্বয়কারী প্রফেসর ড. মো. জাহাঙ্গীর হোসেন, রোভার স্কাউটের সম্পাদক প্রফেসর ড. রুহুল কে এম সালেহসহ আনুমানিক ৩০ জন শিক্ষক বিভিন্ন প্রশাসনিক পদ হতে পদত্যাগ করেছেন বলে জানান শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর ড. ইয়াকুব আলী। তিনি আরও জানান- ভিসি, প্রো-ভিসি শিক্ষক সমিতি কর্তৃক অবাঞ্ছিত হওয়ায় শিক্ষকরা তাদের পদত্যাগপত্র শিক্ষক সমিতি বরাবর জমা দেয়। পদত্যাগের ব্যাপারে জিয়াউর রহমান হলের প্রভোস্ট মোহাম্মদ সেলিম বলেন- 'আমরা ভিসি, প্রো-ভিসির পদত্যাগের আন্দোলনে শিক্ষক সমিতির সঙ্গে একাত্মতা পোষণ করেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ না থাকা ও শিক্ষকদের উপর হামলাকারীদের বিচার না হওয়ায় আমি পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছি।' এদিকে গতকাল ভিসি, প্রো-ভিসি ও ট্রেজারার কেউ ক্যাম্পাসে আসেননি। ক্যাম্পাসে আড়াইমাস ধরে অচলাবস্থা বিরাজ করছে। বন্ধ হয়ে গেছে বিভিন্ন বিভাগের প্রায় তিন তাধিক চূড়ান্ত পরীক্ষা।